গীতি-শতদল

দু'টি কথা

'গীতি-শতদলে'র সমস্ত গানগুলিই 'গ্রামোফোন' ও 'স্বদেশী মেগাফোন' কোম্পানির রেকর্ডে রেখা-বদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমার বহু গীত-শিল্পী বন্ধুর কল্যাণে 'রেডিও' প্রভৃতিতে গীত হওয়ায় এই গানগুলি ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। এই অবসরে তাঁহাদের সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

ডি. এম. লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী আমার অগ্রজপ্রতিম বন্ধু শ্রীগোপালদাস মজুমদার 'গীতি-শতদলে'র বহিসৌষ্ঠবের জন্য অশেষ আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। ইনি আমার আত্মীয়াধিক, কাজেই ইহার ঋণ স্বীকার করিব না।

আমার 'বুলবুল' প্রভৃতি গানের বই-এর মতো 'গীতি-শতদল'-ও স্নেহ আকর্ষণে সমর্থ হইলে নিজেকে ধন্য মনে করিব।

বিনয়াবনত

নজরুল ইসলাম

১

আরবি সুর—কাহারবা (তাল)

শুকনো পাতার নূপুর পায়ে
নাচিছে ঘূর্ণিবায়।
জল-তরঙ্গে ঝিলমিল ঝিলমিল
ঢেউ তুলে সে যায়॥

দিঘির বুকের শতদল দলি,
ঝরায়ে বকুল চাঁপার কলি,
চঞ্চল ঝরনার জল ছলছলি
মাঠের পথে সে ধায়॥

বন-ফুল-আভরণ খুলিয়া ফেলিয়া,
আলুথালু এলোকেশ গগনে মেলিয়া,
পাগলিনী নেচে যায় হেলিয়া-দুলিয়া
ধূলি-ধূসর কায়॥

ইরানি বালিকা যেন মরু-চারিণী
পল্লির প্রান্তর-বন-মনোহারিণী
ছুটে আসে সহসা গৈরিক-বরণী
বালুকার উড়ুনি গায়॥

২

আরবি (নৃত্যের) সুর—কার্ফা

চমকে চমকে ধীর ভীরু পায়
পল্লি-বালিকা বন-পথে যায়।
একেলা বন-পথে যায়॥

শাড়ি তার কাঁটা-লতায়
জড়িয়ে জড়িয়ে যায়,
পাগল হাওয়াতে অঞ্চল লয়ে মাতে
যেন তার তনু পরশ চায়।
একেলা বন-পথে যায়॥

শিরিষের পাতায় নূপুর
বাজে তার ঝুমুর ঝুমুর,
কুসুম ঝরিয়া মরিতে চাহে তার কবরীতে,
পাখি গায় পাতার ঝরোকায়।
একেলা বন-পথে যায়॥

চাহি তার নীল নয়নে
হরিণী লুকায় বনে,
হাতে তার কাঁকন হতে মাধবীলতা কাঁদে,
ভ্রমরা কুন্তলে লুকায়।
একেলা বন-পথে যায়॥

৩

ইমন মিশ্র—কাওয়ালি

ছন্দের বন্যা হরিণী অরণ্যা
নাচে গিরি-কন্যা চঞ্চল ঝর্না
নন্দন-পথ-ভোলা চন্দন-বর্ণা॥

গাহে গান ছায়ানটে,
পর্বতে শিলাতটে,
লুটায়ে পড়ে তীরে শ্যামল ওড়না॥

ঝিরিঝিরি হাওয়ায় ধীরিধীরি বাজে
তরঙ্গ-নূপুর বন-পথ-মাঝে।

এঁকেবেঁকে নেচে যায় সর্পিল ভঙ্গে
অপরূপ রঙ্গে কুরঙ্গ সঙ্গে,

গুরু গুরু বাজে তাল মেঘ-মৃদঙ্গে,
সেই তালে তালে নাচে বালিকা অপর্ণা॥

৪

শঙ্করা—একতালা

পলাশ ফুলের মউ পিয়ে ঐ
বউ-কথা-কও উঠল ডেকে।
শিস দিয়ে যায় উদাস হাওয়া
নেবু-ফুলের আতর মেখে॥

এমন পূর্ণ চাঁদের রাতি
নেই গো সাথে জাগার সাথি,
ফুল-হারা মোর কুঞ্জ-বীথি
কাঁটার স্মৃতি গেছে রেখে॥

শূন্য মনে একলা গুনি
কান্না-হাসির পান্না-চুনি,
বিদায়-বেলার বাঁশি শুনি
আসছে ভেসে ওপার থেকে॥

৫

পিলু-দাদ্‌রা

এসো বসন্তের রাজা হে আমার
এসো এ যৌবন-বাসর-সভাতে।
ফুলের দরবারে পাখির জলসাতে
বুকের অঞ্চল-সিংহাসনে মম
বসো আমার চাঁদ চাঁদিনী রাতে॥

রূপের দীপালি মোর জ্বলবে তোমায় ঘিরে বঁধু,
পিয়াব তোমায় পিয়া কানে কানে কথার মধু।

বন-কুসুমের মালা দিব বাহুর মালার সাথে
চরণে হবো দাসী বন্ধু হবো দুখ-রাতে॥

৬

পিলু—কাফি-কার্ফা

তুমি নন্দন-পথ ভোলা
মন্দাকিনী-ধারা উতরোলা॥

তোমার প্রাণের পরশ লেগে
কুঁড়ির বুকে মধু উঠিল জেগে,
দোলন-চাঁপাতে লাগে দোলা॥

তোমারে হেরিয়া পুলকে ওঠে ডাকি
বকুল-বনের ঘুম-হারা পাখি,
ধরার চাঁদ তুমি চির-উতলা॥

৭

আশোয়ারী—দাদ্‌রা

তোমার ফুলের মতন মন।
ফুলের মতো সইতে নারে একটু অযতন॥

ভুল করে এই কঠিন ধরায়
তুমি কেন আসিলে হায়,
একটি রাতের তরে হেথায়
ফুলের জীবন॥

গাঁথবে মালা পরবে গলায়
অর্ঘ্য দেবে দেবতা-পায়,
ফেলে দেবে পথের ধূলায়
মিটলে প্রয়োজন॥

৮

ভৈরবী—খেম্‌টা

হেসে হেসে কলসি নাচাইয়া কিশোরী চলে।
রিনিঠিনি কলস-কাঁকনে কি কথা বলে॥

নেচে চলে চাঁপা-বরনা যেন ঝরনা
বাহু দোলাইয়া,
নয়ান-কুরঙ্গ জাগায় গো তরঙ্গ
নদীর জলে॥

এত রূপ লাখ চোখে ধরে না
তারে দেখি কি করে,
বিধি দিল দুটি আঁখি আমারে
তাহে হায় পলক পড়ে।

গ্রামের পথ চাহে তারে
ডাকে বাঁশি বন-পারে,
গিরি দরি নদী চাহে যারে
তাহারে চাহি কোনো ছলে॥

৯

দেশ—কাওয়ালি

ঘুমায়েছে ফুল পথের ধূলায়
জাগিও না উহারে ঘুমাইতে দাও।
বনের পাখি ধীরে গাহ গান
দখিনা হাওয়া ধীরে ধীরে বয়ে যাও॥

এখনো শুকায়নি চোখে তার জল,
এখনো অধরে হাসি ছলছল,
প্রভাত-রবি শুকায়ো না তায়
ধীর কিরণে তাহার নয়নে চাও॥

সামলে পথিক ফেলিয়ো চরণ,
ঝরেছে হেথায় ফুলের জীবন,
ভুলিয়া দলো না ঝরাপাতাগুলি
ফুল-সমাধি থাকিতে পারে হেথাও ॥

১০

পিলু মিশ্র—দাদ্‌রা

গত রজনীর কথা পড়ে মনে
রজনীগন্ধার মদির গন্ধে।
এই সে ফুলেরই মোহন মালিকা
জড়ায়েছিল সে কবরী-বন্ধে ॥

বাহুর বল্লরী জড়ায়ে তার গলে
আধেক আঁচলে বসেছি তরুতলে,
দুলেছে হৃদয় ব্যাকুল ছন্দে ॥

মুখরা 'বউ কথা কও' ডেকেছে বকুল-ডালে
লাজে ফুটেছে লালি গোলাপ-কুঁড়ির গালে।
কপোলের কলঙ্ক মোর মেটেনি আজো যে সই
জাগিছে তারি স্মৃতি চাঁদের কপোলে ঐ।
কাঁদিছে নন্দন আজি নিরানন্দে ॥

১১

পলাশী মিশ্র—কাহারবা

পলাশ ফুলের গেলাস ভরি
পিয়াব অমিয়া তোমারে পিয়া।
চাঁদিনী রাতের চাঁদোয়া-তলে
বুকের এ আঁচল দিব পাতিয়া ॥

নয়ন-মণির মুকুরে তোমার
দুলিবে আমার সজল ছবি,

সবুজ ঘাসের শিশির ছানি
মুকুতা-মালিকা দিব গাঁথিয়া॥

ফিরোজা আকাশ আবেশে ঝিমায়,
দিঘির বুকে কমল ঘুমায়,
নীরব যখন পাখির কূজন
আমরা দুজন রবো জাগিয়া॥

ছাতিম তরুর শীতল ছায়ায়
ঘুমাব মোরা প্রিয় ঘুম যদি পায়,
বনের শাখা দুলাবে পাখা,
ঝরিবে রাঙা ফুল কপোল চুমিয়া॥

১২

পঞ্চমরাগ মিশ্র—কাওয়ালি

রহি রহি কেন আজো
ভুলিতে তায় চাহি যত
সেই মুখ মনে পড়ে।
তত স্মৃতি কেঁদে মরে॥

দিয়াছি তাহারে বিদায়
সেই আঁখি-বারি আজি
ভাসায়ে নয়ন-নীরে,
মোর নয়নে ঝরে॥

হেনেছি যে অবহেলা
তারি ব্যথা পাষাণ-সম
পাষাণে বাঁধি হিয়া,
রহিল বুকে চাপিয়া॥

সেই বসন্ত ও বরষা
আসিবে না আর ফিরে
আসিবে ফিরে ফিরে,
অভিমানী মোর ঘরে॥

১৩

দেশমিশ্র—আদ্ধা কাওয়ালি

পিউ পিউ বোলে পাপিয়া।
বুকে তার পিয়ারে চাপিয়া॥

বাতাবি নেবুর ফুলেলা কুঞ্জে
মাতাল সমীরণ প্রলাপ গুঞ্জে,
ফুলের মহলায় চাঁদিনী শিহরায়
নদীতটে ঢেউ ওঠে ছাপিয়া॥

এমনি নেবুফুল এমনি মধুরাতে
পরাত বঁধু মোর বিনোদ খোঁপাতে,
বাতায়নে পাখি করিত ডাকাডাকি,
মনে পড়ে তায় উঠি কাঁপিয়া॥

১৪

বাগেশ্রী—কাওয়ালি

চাঁদের পিয়ালাতে আজি
জোছনা-শিরাজি ঝরে।
ঝিমায় নেশায় নিশীথিনী
সে শারাব পান করে॥

সবুজ বনের জলসাতে
তৃণের গালিচা পাতে
উতল হাওয়া বিলায় আতর
চাঁপার আতরদানি ভরে॥

শাদা মেঘের গোলাব-পাশে
ঝরিছে গোলাব-পানি,
রজনীগন্ধার গেলাসে
রজনী দেয় সুরা আনি।

কোয়েলিয়া কুহু কুহু
গাহে গজল মুহু মুহু,
সুরের নেশা সুরার নেশা
লাগে আজি চরাচরে॥

১৫

সিন্ধু কাফি—দাদ্‌রা

এসো শারদ-প্রাতের পথিক
এসো শিউলি-বিছানো পথে।
এসো ধুইয়া চরণ শিশিরে
এসো অরুণ-কিরণ-রথে॥

দলি শাপলা শালুক শতদল
এসো রাঙায়ে তোমার পদতল,
নীল লাবণি ঝরায়ে ঢলঢল
এসো অরণ্যে পর্বতে॥

এসো ভাদরের ভরা নদীতে ভাসায়ে
কেতকী পাতার তরণী
এসো বলাকার ঝরা পালক কুড়ায়ে
বাহি ছায়াপথ-সরণি।

শ্যাম শস্যে কুসুমে হাসিয়া
এসো হিমেল হাওয়ায় ভাসিয়া
এসো ধরণীরে ভালোবাসিয়া
দূর নন্দন-তীর হতে॥

১৬

খাম্বাজ—দাদ্‌রা

মালঞ্চে আজ কাহার যাওয়া-আসা।
ঝরা পাতায় বাজে
মৃদুল তাহার পায়ের ভাষা॥

আসার কথা জানায়
ঐ যে ফুলের আখর সবুজ পাতায়,
ঐ দোয়েল শ্যামার কূজন কয় যে বাণী
ঐ ঐ ঐ তার ভালোবাসা॥

মদির সমীরণে
তার তনুর সুবাস পাই যে ক্ষণে ক্ষণে।
সবুজ বসন ফেলি
পরল ঐ বন কুসমি-রঙা চেলি।
তাই বসুন্ধরায় জাগে
অরুণ আশা
ঐ ঐ ঐ আলোকের পিপাসা॥

১৭

খাম্বাজ—দাদ্‌রা

সবুজ শোভার ঢেউ খেলে যায়
নবীন আমন ধানের খেতে।
হেমন্তের ঐ শিশির-নাওয়া হিমেল হাওয়া
সেই নাচনে উঠল মেতে॥

টই-টুম্বুর ঝিলের জলে
কাঁচা রোদের মানিক ঝলে,
চন্দ্র ঘুমায় গগন-তলে
শাদা মেঘের আঁচল পেতে॥

নট্‌কান-রঙ শাড়ি পরে কে বালিকা
ভোর না হতে যায় কুড়াতে শেফালিকা!

আন্‌মনা মন উড়ে বেড়ায়
অলস প্রজাপতির পাখায়,
মৌমাছিদের সাথে সে চায়
কমল-বনের তীর্থে যেতে॥

১৮

জৌনপুরী টোড়ি—একতালা

আমার দেওয়া ব্যথা ভোলো
আজ যে যাবার সময় হোলো॥

নীরবে যখন আমার বাতি
আসবে তোমার নূতন সাথি
আমার কথা তারে বোলো॥

ব্যথা দেওয়ার কী যে ব্যথা
জানি আমি, জানে দেবতা।

জানিলে না কী অভিমান
করেছে হায় আমায় পাষাণ
দাও যেতে দাও, দুয়ার খোলো॥

১৯

ভৈরবী—দাদ্‌রা

হুল ফুটিয়ে গেলে শুধু পারলে না হায় ফুল ফোটাতে।
মৌমাছি যে ফুলও ফোটায় হুল ফোটানোর সাথে সাথে॥

আঘাত দিলে, দিলে বেদন,
রাঙাতে হায় পারলে না মন,
প্রেমের কুঁড়ি ফুটল না তাই
পড়ল ঝরে নিরাশাতে॥

আমায় তুমি দেখলে নাকো, দেখ্‌লে আমার রূপের মেলা।
হায় রে দেহের শ্মশান-চারী, শব নিয়ে মোর করলে খেলা।
শয়ন-সাথি হলে আমার রইলে নাকো নয়ন-পাতে॥

ফুল তুলে হায় ঘর সাজালে, করলে নাকো গলার মালা,
ত্যাজি সুধা পিয়ে সুরা হলে তুমি মাতোয়ালা।
নিশাস ফেলে নিভাইলে যে দীপ আলো দিত রাতে॥

২০

মাঢ়-খাম্বাজ মিশ্র—দাদ্‌রা

গোধূলির রঙ ছড়ালে কে গো আমার সাঁঝ-গগনে।
বিবাহের বাজল বাঁশি আজি বিদায়ের লগনে॥

নূতন করে আবার বাঁচিবার সাধ জাগে,
সুন্দর লাগে ধরা নিবু নিবু মোর নয়নে॥

এতদিন কেঁদে আবার বাঁচিবার সাধ জাগে,
আজি যে কাঁদি বঁধু বাঁচিতে হায় তোমার সনে॥

আজি এ ঝরা ফুলের অঞ্জলি কি নিতে এলে,
সহসা পূরবী সুর বেজে উঠিল ইমনে॥

হইল ধন্য প্রিয় মরণ-তীর্থ মম,
সুন্দর মৃত্যু এলে বরের বেশে শেষ জীবনে॥

২১

দেশি টোড়ি মিশ্র—লাউনী

সকরুণ নয়নে চাহে আজি মোর বিদায়-বেলা
ভুলিতে দাও বিদায়-দিনে হেনেছ যে অবহেলা॥

হাসিয়া কহ কথা আজ হাসিতে যেমন আগেতে
হেরিবে মোর জীবন-সাঁঝে গোধূলির রঙের খেলা॥

থেকে যাও আরো কিছুখন থাকিতে বলিব না কাল,
মরণ-সাগর পানে ভাসে মোর জীবন-ভেলা॥

আজিকার সাঁঝের ছায়া যেন না পড়ে ও মুখে,
সাঁঝের শেষে যেন আসে চাঁদের আর তারকার মেলা॥

হে বন্ধু, বন্ধুর পথে কে কাহার হয়েছে সাথি,
তেমনি থাকিয়া যায় সব, যাবার যে যায় সে একেলা॥

২২

রাগেশ্রী—আদ্ধা কাওয়ালি

বাজিছে বাঁশরি কার অজানা সুরে।
ডাকিছে সে যেন তার সুদূর বঁধূরে॥

তারা-লোকের সাথিরে যেন সে চাহে ধরাতে,
তারি কাঁদন যেন ঝরা কুসুমে ঝুরে॥

চাঁদের স্বপন লয়ে জাগে সে নিশীথে একা,
নিরালা গাহে গান হায় বিষাদ-মধুরে॥

তাহারি অভিমান যেন উঠিছে বাতাসে কাঁপি,
তাহারি বেদনা দূর আকাশে ঘুরে॥

২৩

পিলু—খেম্‌টা

বন-হরিণীরে তব বাঁকা আঁখির
ওগো শিকারী, মেরো না তীর॥

ভীরু-হরিণী বনের ছায়ায়
খেলে বেড়ায় সে অধীর (চপলা)।
তার সুখ হাসি সাধ লয়ে হে নিষাদ
দিও না নয়নে নীর॥

আজো বোঝে না সে বাঁকা-চোখের ভাষা
পিয়ার লাগি জাগেনি পিয়াসা।
সরল চোখে তার প্রেমের লালি
ফোটেনি আবেশ মদির (নয়নে)।
তার আয়নার প্রায় স্বচ্ছ হিয়ায়
আঁকিও না হায়, দাগ গভীর॥

২৪

গৌড় সারং—কাওয়ালি

রেশমি চুড়ির তালে কৃষ্ণ-চূড়ার ডালে
পিউ কাঁহা পিউ কাঁহা ডেকে ওঠে পাপিয়া।

আঙিনায় ফুল-গাছে প্রজাপতি নাচে
ফেরে মুখের কাছে আদর যাচিয়া॥

দুলে দুলে বনলতা কহিতে চাহে কথা
বাজে তারি আকুলতা কানন ছাপিয়া॥

শ্যামলী-কিশোরী মেয়ে
থাকে দূর-নভে চেয়ে,
কালো মেঘ আসে ধেয়ে
গগন ব্যাপিয়া॥

২৫

ঝিঁঝিট—কার্ফা

সেই পুরানো সুরে আবার গান গেয়ে কে যায় নিতি।
গেয়েছিল এমনি সুরে একদা এক অতিথি॥

কণ্ঠে তাহার এমনি মায়া প্রাণ-মাখানো এমনি,
গাইতো হতাশ তরুণ পথিক এমনি করুণ-গীতি॥

এনেছিল বাসন্তী রঙ তার ছোঁওয়া আমার প্রাণে,
মুছে গেছে রঙের সে দাগ, কে জাগায় ফের তার স্মৃতি॥

চলে গেছে তাহার সাথে বসন্ত মোর অকালে,
ভরে গেছে ঝরা ফুলে শুকনো পাতায় বন-বীথি॥

ভুলিয়া ছিলাম ভালো তাই কি পুন কাঁদাতে
আসিল সে সিঁদুর-রাগে রাঙাতে সাঁঝের সিঁথি॥

২৬

পাহাড়ি—সেতারখানি

ধীরে যায় ফিরে ফিরে চায়
চলে নব অভিসারে ভীরু কিশোরী,
ওঠে পাতাটি নড়িলে সে চমকে॥

হরিণ-নয়নে সভয় চাহনি
আসিছে কে যেন দেখিবে এখনি,
পথে সে দেয় ফেলে নূপুর চুড়ি খুলে,
আপন ছায়া হেরি ওঠে গা ছমকে॥

'চোখ গেল, চোখ গেল' ডাকে পাপিয়া
শুনিয়া শরমে ওঠে কাঁপিয়া,
হায়, যার লাগি এত, কোথায় সে
ঝিল্লি-রবে ভাবে কেউ হবে,
বনে ফুল-ঝরার আওয়াজে দাঁড়ায় সে থমকে॥

২৭

পিলু—ঠুমরি

পিয়াসী প্রাণ তারে চায়
এনে দে তায়।
জনম জনম বিরহী প্রাণ মম
সাথিহীন পাখি সম কাঁদিয়া বেড়ায়॥

চাঁদের দীপ জ্বালি খুঁজিছে আকাশ তারে,
না পেয়ে তাহার দিশা কাঁদে সে বাদল-ধারে।

ঝরে অভিমানে ফুল তারে না-দেখতে পেয়ে,
বহে কাঁদন-নদী পাষাণ-গিরি বেয়ে।
আসিব বলে সে গেছে চলে
(আমি) আজো আছি বেঁচে তারি আশায়॥

২৮

খাম্বাজ—খেম্‌টা

বেলা পড়ে এলো জলকে সই চল চল
ডাকিছে ওই তটিনী ছলছল॥

বকের সারিকার মালিকা দুলিয়ে,
আসিছে সাঁঝ ঐ চিকুর এলিয়ে,
আকাশের কোলে শিশু শশীরে ঐ
দেখিতে আসিছে তারকা দলে দল॥

কমলিনীর মলিন মুখ
হাসে জলে শাপলা শালুক,
বনের পথ হলো আঁধার
জোনাকি ঐ চমকে ঝলমল॥

২৯

সিন্ধু মিশ্র—খেম্‌টা

এলো ফুলের মহলে ভোমরা গুনগুনিয়ে।
ও-সে কুঁড়ির কানে কানে কি কথা যায় শুনিয়ে॥

জামের ডালে কোকিল কৌতূহলে,
আড়ি পাতি ডাকে কূ কূ বলে
হাওয়ায় ঝরা পাতার নূপুর বাজে রুনঝুনিয়ে॥

'ধীরে সখা ধীরে'—কয় লতা দুলে,
জাগিও না কুঁড়িরে, কাঁচা ঘুমে তুলে,—
'গেয়ো না গুনগুন গুনগুন সুরে
প্রেমে ঢুলে ঢুলে।'
নিলাজ ভোমরা বলে, 'না—না—না—না',
—ফুল দুলিয়ে॥

৩০

ভৈরবী—দাদ্‌রা

ফিরে ফিরে দ্বারে আসে যায় কে নিতি।
তার অধরে হাসি আর নয়নে প্রীতি॥

দোদুল তাহার কায়া ঘনায় চোখে মায়া
জেগে ওঠে দেখে তায় পুরানো স্মৃতি॥

তাহার চরণ-পাতে তাহার সাথে সাথে
আসে আঁধার রাতে শুক্লা চাঁদের তিথি॥

গেলে মন দিতে চাহে না সে নিতে,
ধরিতে গেলে চোখে সে কী তার ভীতি॥

ডাকি প্রিয় বলে তবু সে যায় চলে,
পায়ে পায়ে দলে হৃদয় ফুল-বীথি॥

৩১

জংলা—খেম্‌টা

আজো ফোটেনি কুঞ্জে মম কুসুম
ভোমরারে যেতে বল।
সখি গুঞ্জরি ফেরে কেন কুঞ্জে
বৃথাই এত ছল॥

কত কি শুনিয়ে যায় গুনগুনিয়ে হায়,
পাতার ঝরোকায় ঘোরে সে অবিরল॥

আমার প্রাণের ভিতর কেন ওঠায় সে ঝড়,
তারে ফিরালে ফেরে না হাসে কেবল,
সে ফিরিয়া গেলে চোখে আসে জল!
এ কী হলো দায় আঁখি নাহি চায়
না দেখিলে তায় প্রাণ পাগল॥

৩২

রসিয়া—কার্ফা

পলাশ-মঞ্জরী পরায়ে দে লো মঞ্জুলিকা।
আজি রসিয়ার রাসে হবো আমি নায়িকা লো
মঞ্জুলিকা॥

কৃষ্ণচূড়ার সাথে রঙিন অশোকে
বুলাল রঙের মোহন তুলিকা লো
মঞ্জুলিকা ॥

মাদার শিমুল ফুলে, রঙিন পতাকা দোলে,
জ্বলিছে মনে মনে আগুন শিখা লো
মঞ্জুলিকা ॥

৩৩

কাজরী—কার্ফা

এ ঘোর শ্রাবণ-নিশি কাটে কেমনে।
হায়, রহি রহি সেই মুখ পড়িছে মনে ॥

বিজলিতে সেই আঁখি
চমকিছে থাকি থাকি,
শিহরিত এমনি সে বাহু-বাঁধনে ॥

কদম-কেশরে ঝরে তারি স্মৃতি,
ঝরঝর বারি যেন তারি গীতি।
হায় অভিমানী হায় পথচারী,
ফিরে এসো ফিরে এসো তব ভবনে ॥

শনশন বহে বায় সে কোথায় সে কোথায়,
নাই নাই ধ্বনি শুনি উতল পবনে হায়,
চরাচর দুলি অসীম রোদনে ॥

৩৪

বারোয়াঁ—ঠুমরি

দিও ফুলদল বিছায়ে
পথে বঁধুর আমার।
পায়ে পায়ে দলি ঝরা সে ফুলদল
আজি তার অভিসার ॥

আমার আকুল অশ্রুবারি দিয়ে
চরণ দিও তার ধোয়ায়ে,
মম পরান পুড়ায়ে জ্বেলো
দীপালি তাহার॥

৩৫
তিলক-কামোদ—ঠুমরি

অবুঝ মোর আঁখি-বারি
আমি রোধিতে নারি॥

গলেছে যে নদী-জল
কে তারে রোধিবে বল,
পাষাণের সে নারায়ণ
তবু সে আমারি॥

৩৬
গারা খাম্বাজ—দাদ্‌রা

উচাটন মন ঘরে রয় না (পিয়া মোর)।
ডাকে পথে বাঁকা তব নয়না (পিয়া মোর)॥

ত্যাজিয়া লোক-লাজ
সুখ-সাধ গৃহ কাজ,—
নিজ গৃহে বনবাস সয় না (পিয়া মোর)॥

লইয়া স্মৃতির লেখা
কত আর কাঁদি একা
ফুল গেলে কাঁটা কেন যায় না (পিয়া মোর)॥

৩৭
দাদ্‌রা—(ঠুংরি)

ফিরে গেছে সই এসে (নন্দকুমার)।
অভিমানে ডাকিনি হেসে (নন্দকুমার)॥

হানিয়া অবহেলা
এ কী হলো জ্বালা,
ডাকি আজি তাহারেই
নয়নে জলে ভেসে—(নন্দকুমার)॥

৩৮

পিলু—কার্ফা

ছাড়ো ছাড়ো আঁচল বঁধু
যেতে দাও।
বনমালী, এমনি করে মন ভোলাও॥

একা পথে দুপুরবেলা
নিরদয়, একি খেলা!
তুমি এমনি করে মায়া-জাল বিছাও॥

পথে দিয়ে বাধা
একি প্রেম সাধা,
আমি নহি তো রাধা, বঁধু, ফিরে যাও॥

নিখিল নর-নারী
তোমার প্রেম-ভিখারি
লীলা বুঝিতে নারি তব শ্যামরাও।

৩৯

পিলু—খেম্‌টা

কুল রাখো না-রাখো
তুমি সে জানো,
গোকুলে তোমার কাজ
কুল-ভোলানো॥

মহতের পিরিতি
বালির বাঁধ সম,
কভু হাতে দাও দড়ি
কভু চাঁদ আনো॥

কভু তুমি রাধার, চন্দ্রাবলীর কভু,
যখন যার তখন তার দিকে টানো॥

রাজার অপরাধের নালিশ কোথায় করি,
তুমি জানো শুধু বাঁশিতে মন-ভেজানো॥

৪০

দেশ—কাওয়ালি

ফিরিয়া এসো এসো হে ফিরে
বঁধু এ ঘোর বাদলে নারি থাকিতে একা।
হায় গগনে মনে আজ মেঘের ভিড়
যায় নয়ন-জলে মুছে কাজল-লেখা॥

ললাটে কর হানি কাঁদিছে আকাশ
শ্বসিছে শনশন হুতাশ বাতাস,
তোমারি মতো ঝড় হানিছে দ্বারে কর,
খোঁজে বিজলি তোমারি পথ-রেখা॥

মেঘেরে শুধাই তুমি কোথায়,
কাঁদন আমার বাতাসে ডুবে যায়!
ঝড়ের নূপুর পরি রাঙা পায়
মোর শ্যামল-সুন্দর দাও দেখা॥

৪১

ভৈরবী—তাল ফের্‌তা

আঁখি ঘুম-ঘুম নিশীথ নিঝুম ঘুমে ঝিমায়।
বাহুর ফাঁদে স্বপন-চাঁদে বাঁধিতে চায়॥

আমি কার লাগি
একা নিশি জাগি
বিরহ-ব্যথায় !
সে কোথায় কাহার বুকে বঁধু ঘুমায়।
কাঁদি চাতকিনী বারি-তৃষায়।
ফুল-গন্ধে আজি যেন বিষ-মাখা হায়॥

কেন এ ব্যথা এ আকুলতা
পরের লাগি এ পরান পুড়ে,
মরুভূমিতে বারি কভু কি ঝুরে।
কাঁদে চকোর, চাঁদ হাসে সুদূরে।
(আমি) এবার যেন মরে আসি তারি রূপ ধরে
সে যাহারে চায়॥

৪২

ভৈরবী—আদ্ধা কাওয়ালি

সেদিনো প্রভাতে রাতুল শোভাতে
হেসেছে বুকে মোর চারু-হাসিনী।
পরেছ খোঁপাতে আমার দেওয়া ফুল
সে কি গো সবি ভুল বিজন-বাসিনী॥

যেচেছ কত না আদর সোহাগ
ক্ষণে অভিমান ক্ষণে অনুরাগ,
কত প্রিয় নামে ডেকেছ আমারে
সে কি গেছ ভুলে মধু-ভাষিণী॥

আমার আশা সাধ সাধনা সুখ হাসি
তোমার সাথে প্রিয় গিয়াছে সব ভাসি।
কেন ফেলে দিলে নিরাশার কূলে,
কোন অপরাধে বলো উদাসিনী॥

৪৩

ভৈরবী—কার্ফা

জাগো জাগো, রে মুসাফির
হয়ে আসে নিশিভোর।
ডাকে সুদূর পথের বাঁশি
ছাড় মুসাফিরখানা তোর॥

অস্ত-আকাশ-অলিন্দে ঐ পাণ্ডুর কপোল রাখি
কাঁদে মলিন ভোরের শশী, বিদায় দাও বন্ধু চকোর॥

পেয়েছিলি আশ্রয় শুধু, পাসনি হেথায় স্নেহ-নীড়,
হেথায় শুধু বাজে বাঁশি উদাস সুরে ভৈরবীর।
তবু কেন যাবার বেলা ঝরে রে তোর নয়ন-লোর॥

মরুচারী, খুঁজিস সলিল অগ্নিগিরির কাছে হায়,
খুঁজিস অমর ভালোবাসা এই ধরণীর এই ধূলায়।
দারুণ রোদের দাহে খুঁজিস কুঞ্জ-ছায়া স্বপ্ন-ঘোর॥

৪৪

ভৈরবী—দাদরা

কতো জনম যাবে তোমার বিরহে।
শত স্মৃতি জ্বালা পরান দহে॥

শূন্য যে গৃহ মোর শূন্য জীবন,
একা থাকার ব্যথা আর কতো সহে (ওগো)
স্মৃতির জ্বালা পরান দহে॥

দিয়াছি যে ব্যথা জীবন ভরি হায়
গলি নয়ন-ধারায় সে ব্যথা বহে
স্মৃতির জ্বালা পরান দহে॥

৪৫

পাহাড়ি মিশ্র—কার্ফা

হায় ঝরে যায় মোর আশা-কুসুম ঝরে বারে।
ফিরে যায় কেঁদে বসন্ত কুঞ্জ-দুয়ারে॥

বহিল বৈশাখী ঝড়, ঝরিয়া গেল বনফুল,
বিঁধিছে কণ্টক স্মৃতির, উড়িয়া গেল গো বুলবুল।

যেন কার ব্যথিত নিশাস শ্বসিয়া ফিরিছে হেথা,
দলিত রাঙা গোলাপে জাগিছে তাহারি ব্যথা।
মুরছায় দশ দিশি যেন ব্যথা-ভারে॥

ছিল যথায় রাঙা ফুল-মেলা,
আজি পাতা ঝরার সেথা খেলা।
অবেলায় বাজে বিদায় বাঁশি বন-পারে॥

৪৬

কাফি মিশ্র—কার্ফা

এ কোথায় আসিলে হায়, তৃষিত ভিখারি।
হায় পথ-ভোলা পথিক, হায় মৃগ মরুচারী॥

মোর ব্যথায় চরণ ফেলে
চির-দেবতা কি এলে,
হায়, শুকায়েছে যবে মোর নয়নে নয়ন-বারি॥

তোমার আসার পথে প্রিয়
ছিলাম যবে পরান পাতি,
সেদিন যদি আসিতে নাথ
হইতে ব্যথার ব্যথী।
ধোওয়ায়ে নয়ন-জলে
পা মুছাতাম আকুল কেশে,
আজ কেন দিন-শেষে
এলে নাথ মলিন বেশে।
হায় বুকে লয়ে ব্যথা আসিলে ব্যথা-হারী॥

স্মৃতির যে শুকানো মালা যতনে রেখেছি তুলি
ছুঁড়ে সে হার ঝরায়ো না ম্লান তার কুসুমগুলি।
হায় জ্বলুক বুকে চিতা, তায় ঢেলো না আর বারি॥

৪৭

খাম্বাজ মিশ্র—কার্ফা

ভুল করে আসিয়াছি
অপরাধ যেয়ো ভুলে
দেবতা চাহে কি ফুল মরে যবে পদমূলে॥

ভুলে গেছি স্বপন-ঘোরে
তুমি যে ভুলেছ মোরে,
তবু খুঁজি স্মৃতির রেখা
ভাঙন-ধরা মনের কূলে॥

নাহি মনে—ব্যথা দিয়ে কবে কথা কয়েছিলে,
বিশ্ব আমার শূন্য করে কবে বঁধু বিদায় নিলে।
হাসি-মুখখানি শুধু মনে ওঠে দুলে দুলে॥

আমার স্মৃতির চিতা পুড়িতে সে কত বাকি
দেখিয়া চলিয়া যাব যে দেশে নাই তোমার আঁখি।
তুমি থাকো হাসির দেশে, আমি হতাশার কূলে॥

৪৮

পিলু খাম্বাজ—লাউনি

ভোলো প্রিয় ভোলো ভোলো আমার স্মৃতি।
তোরণ-দ্বারে বাজে করুণ বিদায়-গীতি॥

তুমি ভুল করে এসেছিলে
ভুলে ভালবেসেছিলে,
ভুলের খেলা ভুলের মেলা
তাই প্রিয় ভেঙে দিলে।
ঝরা ফুলে হেরো ঝুরে কানন-বীথি॥

তব সুখ-দিনে তব হাসির মাঝে অশ্রু মম
রবির দাহে শিশির সম শুকাইবে প্রিয়তম!
হাসিবে তব নিশীথে নব চাঁদের তিথি॥

ফোটে ফুল যায় ঝরে
গহন বনে অনাদরে,
গোপনে মোর প্রেম-কুসুম
তেমনি গেল গো মরে ;
আমার তরে কাঁটার ব্যথা কাঁদুক নিতি ॥

৪৯

আশাবরী—লাউনি

আমি যেদিন রইব না গো
লইব চির-বিদায়।
চিরতরে স্মৃতি আমার
জানি মুছে যাবে, হায় ॥

আর্শিতে তার ছায়া পড়ে
রয় যবে সে সুমুখে,
সে যবে যায় দূরে চলে
অমনি ছবি মিলায় ॥

এই ধরণীর খেলা-ঘরে
মনে রাখে কে কারে,
দুলে সাগর চাঁদ-সোহাগে
মরু মরে পিপাসায় ॥

রবি যবে ওঠে নভে
চাঁদে কে মনে রাখে,
একূল ভাঙে ওকূল গড়ে
মানুষের মন নদীর প্রায় ॥

মোর সমাধির বুকে প্রিয়
উঠবে তোমার বাসর-ঘর,
হায়, অসহায় ভিখারি মন
কাঁদে তবু সেই ব্যথায় ॥

৫০

বেহাগ-খাম্বাজ—দাদরা

এলে কে গো চির-সাথী অবেলাতে
যবে ঝুরিছে সন্ধ্যামণি আঙিনাতে॥

রোদের দাহে এলে স্নিগ্ধ-বাস ফুল-রেণু
নিঝুম প্রাণে এলে বাজায়ে ব্যাকুল বেণু,
চাঁদের তিলক এলে আঁধার রাতে॥

ফুল ঝরার বেলা এলে কি শেষ অতিথি,
কাঁদে হা হা স্বরে রিক্ত কানন-বীথি।

এলে কোন মরুভূমে পিয়াসী দয়িত মোর,
শুক্লাতিথির শেষে কাঁদিতে এলে চকোর।
আসিলে জীবন-সাঁঝে ঘুম ভাঙাতে॥

৫১

ঝুমুর—খেমটা

ও তুই যাসনে রাই-কিশোরী কদম-তলাতে।
সেথা ধরবে বসন-চোরা ভূতে
পারবিনে আর পলাতে।
—কদম-তলাতে॥

সে ধরলে কি আর রক্ষে আছে,
তোর বসন গিয়ে উঠবে গাছে,
ওলো গোবর্ধন-গিরি-ধারী সে
পারবিনে তায় টলাতে।
—কদম-তলাতে॥

দেখতে পেলে ব্রজবালা
ঘট কেড়ে সে ঘটায় জ্বালা,
ওগো নিজেই গলে জল হবি তুই
পারবিনে তায় গলাতে।
—কদম-তলাতে॥

ঠেলে ফেলে অগাধ নীরে
সে হাসে লো দাঁড়িয়ে তীরে,
শেষে ভাসিয়ে নিয়ে প্রেম-সাগরে
দোলায় নাগর-দোলাতে।
—কদম-তলাতে॥

৫২

সিন্ধু—কাওয়ালি

দুঃখ ক্লেশ শোক পাপ তাপ শত
শ্রান্তি মাঝে হরি শান্তি দাও দাও॥

কাণ্ডারী করতার পার করো করো পার
উত্তাল তরঙ্গ অশান্তি-পারাবার,
অভাব দৈন্য শত হৃদি-ব্যথা-ক্ষত,
যাতনা সহিব কত প্রভু, কোলে তুলে নাও॥

হে দীনবন্ধু করুণাসিন্ধু,
অম্বর ব্যাপি ঝরে তব কৃপা-বিন্দু,
মরুর মতন চেয়ে আছি নব ঘনশ্যাম—
আকুল তৃষ্ণা লয়ে, প্রভু পিপাসা মিটাও॥

৫৩

বেহাগ-খাম্বাজ—ঠুংরি

ভোলো অতীত-স্মৃতি ভোলো কালা।
কি হবে কুড়ায়ে ছিন্ন এ মালা॥

মিছে রোধি পথ
মিনতি করিছ কত,
জাগায়ে পুরানো ক্ষত
দিও না জ্বালা॥

৫৪

সুরট মিশ্র—ঝাঁপতাল

চির-কিশোর মুরলীধর কুঞ্জবন-চারী
গোপনারী-মনোহারী বামে রাধা প্যারি॥

শোভে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম করে,
গোষ্ঠ-বিহারী কভু, কভু দানবারি॥

তমাল-তলে কভু কভু নীপ-বনে
লুকোচুরি খেলো হরি ব্রজ-বধূ সনে।
মধুকৈটভারি কংস-বিনাশন,
কভু কণ্ঠে গীতা, শিখী-পাখা-ধারী॥

৫৫

বাউল-দাদ্‌রা

সাগর আমায় ডাক দিয়েছে
মন-নদী তাই ছুটছে ঐ।
পাহাড় ভেঙে মাঠ ভাসিয়ে
বন ডুবিয়ে তাই তো বই॥

তরঙ্গে তাই রাত্রিদিন
গান গেয়ে যাই নিদ্রাহীন
বাজিয়ে ঢেউ-এর বীণ।
বন্যা এনে মায়ার পুরী ভাসিয়ে নাচি তাথৈ থৈ॥

৫৬

বাউল—কাফা

ভালোবেসে অবশেষে কেঁদে দিন গেল।
ফুল-শয্যা বাসি হলো, বঁধু না এল॥

পানের খিলি শুকাইল বাটাতে ভরা,
এ পান আমি কারে দিব সে বঁধু ছাড়া,
নীলাম্বরী শাড়ি ছি ছি পরলেম মিছে লো॥

সখি এবার ধরে দিস যদি তায়
তারে রাখব বেঁধে বিনোদ খোঁপায়
কাঙালে পাইলে রতন যেমন রাখে লো॥

সোঁদা-মাখা দিসনে কেশে, গন্ধে যে লো তার
মনে আনে চন্দন-গন্ধ সোনার বঁধুয়ার।
এত দুঃখ ছিল আমার এই বয়সে লো॥

৫৭

পাহাড়ি মিশ্র—কার্ফা

এসো নূপুর বাজাইয়া যমুনা নাচাইয়া
কৃষ্ণ কানাইয়া হরি।
মাখি গোখুর-ধূলিরেণু গোঠে চরাইয়া ধেনু
বাজায়ে বাঁশের বাঁশরি॥

গোপী-চন্দন-চর্চিত অঙ্গে
প্রাণ মাতাইয়া প্রেম-তরঙ্গে,
বামে হেলায়ে ময়ূর-পাখা দুলায়ে তমাল-শাখা
নীপ-বনে দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গে।
এসো লয়ে সেই শ্যাম-শোভা ব্রজ-বধূ মনোলোভা
সেই পীত বসন পরি॥

এসো গগনে ফেলি নীল ছায়া,
আনো পিপাসিত চোখে মেঘ-মায়া
এসো মাধব মাধবী-তলে,
এসো বনমল্লি বন-মালা গলে,
এসো ভক্তিতে প্রেমে আঁখি জলে।
এসো তিলক-লাঞ্ছিত সুর-নর-বাঞ্ছিত
বামে লয়ে রাই কিশোরী॥

৫৮

কানাড়া মিশ্র—কার্ফা

রাস-মঞ্চোপরি দোলে মুরলীধারী
নটবর সুন্দর শ্যাম।
নবঘন শ্যামল লাবণি ঢলঢল,
অবনী টলমল টলে অবিরাম॥

দোলে যমুনা-জল, রাধা গোপিনী-দল,
কদম্ব-তমাল তরু দোলে,
নাচে ধেনু বেণু-রবে ময়ূর-ময়ূরী সবে,
দোলে হলধর বলরাম॥

দোলে চরাচর ব্রহ্মা বিষ্ণু হর
সুর অসুর নর দোলে,
প্রেম-প্রীতি স্নেহ হৃদি প্রাণ দেহ—
বন গৃহ প্রান্তর দোলে,
প্রেম-বিগলিতা বিশাখা ললিতা
দোলে শ্রীদাম সুদাম॥

৫৯

বেহাগ মিশ্র—কার্ফা

নাচিয়া নাচিয়া এসো নন্দ-দুলাল।
মোর প্রাণে মোর মনে এসো ব্রজ-গোপাল॥

এসো নূপুর রুনুঝুনু পায়ে,
এসো প্রেম-যমুনা নাচায়ে
এসো বেণু বাজায়ে এসো ধেনু চরায়ে
এসো কানাই রাখাল॥

এসো ঝুলনে হোরিতে রঙ্গে,
কুরুক্ষেত্র-রণে, এসো প্রভাসে,

এসো শিশুরূপে, এসো কিশোর বেশে,
এসো কংস-অরি, এসো মৃত্যু করাল॥

এসো মহা-ভারতের দেবতা,
আনো নৃত্যের তালে নব বারতা,
এসো মধু-কৈটভ-অরি আনো নব গীতা,
এসো নারায়ণ ভগবান বিশ্ব-ভূপাল॥

৬০

খাম্বাজ—কাফা

নাচে ঐ আনন্দে নন্দ-দুলাল।
তাতা থৈ তাতা থৈ—
নাচে বৃন্দাবনে হরি ব্রজ-গোপাল॥

ছন্দ নামে, দক্ষিণে বামে,
টলে বাঁকা শিখী-পাখা
উছল যমুনা-জলে বাজিছে তাল।
নাচে নন্দ-দুলাল॥

বিরাট খেলে হেরো আজ শিশুর রূপে,
স্বর্গে কাঙাল করি ধরায় এল চুপে চুপে।

এত রূপ কেমনে দেখি,
দিলে বিধি দুটি আঁখি,
তাহে আবার পলক পড়ে;
বিশ্ব-পালক হলো বালক রাখাল॥

৬১

জৌনপুরী মিশ্র—আদ্ধা কাওয়ালি

তোমারে কি দিয়া পূজি ভগবান।
আমার বলে কিছু নাহি হরি
সকলি তোমারি যে দান॥

মন্দিরে তুমি, মুরতিতে তুমি,
পূজায় ফুলে তুমি, স্তব-গীতে তুমি,
ভগবান দিয়ে ভগবান পূজা
করিতে—তুমি যদি ভাব অপমান॥

কেমন তব রূপ দেখিনি হরি,
আপন মন দিয়ে তোমারে গড়ি,
হাসো না কাঁদো তুমি সে রূপ হেরি
বুঝিতে পারি না—তাই কাঁদে প্রাণ॥

কোটি রবি শশী আরতি করে যায়
মৃৎ-প্রদীপ জ্বালি আমি দেউলে তার,
বন-ডালায় পূজা-কুসুম-সম্ভার
যোগী মুনি করে যুগ যুগ ধ্যান।
কোথায় শ্রীমুখ তব কোথায় শ্রীচরণ,
চন্দন দিব কোন্‌খান॥

৬২

সিন্ধু মিশ্র—কাফী

আমার নয়নে কৃষ্ণ নয়ন-তারা
হৃদয়ে মোর রাধা প্যারি।
আমার প্রেম প্রীতি ভালোবাসা
শ্যাম-সোহাগী গোপ-নারী॥

আমার স্নেহে জাগে সদা
পিতা নন্দ মা যশোদা,
ভক্তি আমার শ্রীদাম সুদাম,
আঁখি-জল-যমুনা-বারি॥

আমার সুখের কদম-শাখায়
কিশোর হরি বংশী বাজায়,
আমার দুখের তমাল-ছায়ায়
লুকিয়ে খেলে বন-বিহারী॥

মুক্ত আমার প্রাণের গোঠে
চরায় ধেনু রাখাল কিশোর,
আমার প্রিয়জনে নেয় সে হরি—
সেই তো ননী খায় ননী-চোর।
কৃষ্ণ-রাধা-কথা শুনায়
দেহ ও মন শুক সারি॥

৬৩

বেহাগ-মিশ্র—কাফা

মন লহ নিতি নাম রাধা শ্যাম
গাহ হরি গুণ গান।
তব ধন জন প্রাণ যাহার কৃপার দান
জপো তার নাম জয় ভগবান জয় ভগবান॥

জনক-জননীর স্নেহে তাঁহার
রূপ হেরিস তুই স্নেহময়,
ভাই-ভগিনীর প্রীতিতে যাঁর
শান্ত মধুর পরিচয়।
প্রণয়ী বন্ধুর মাঝে
যাঁর প্রেম রূপ বিরাজে,
পুত্র কন্যা-রূপে সেই জুড়ায় এ তাপিত পরান।
জপো তার নাম জয় ভগবান, জয় ভগবান॥

তৃষ্ণা ক্ষুধায় সেই কৃষ্ণেরি লীলা,
হাসে শ্যাম শস্যে কুসুমে রঙিলা,
তরঙ্গে ছলছল আঁখি জল-নীলা,
কল-ভাষা নদী-কলতান।

দেয় দুখ-শোক সেই, পুন সেই করে ত্রাণ।
জপো তার নাম জয় ভগবান জয় ভগবান॥

৬৪

ভৈরবী—দাদ্‌রা

তোমার সৃষ্টি-মাঝে হরি
হেরিতে যে নিতি পাই তোমায়।
তোমার রূপের আবছায়া ভাসে
গগনে সাগরে তরুলতায়॥

চন্দ্রে তোমার মধুর হাস,
সূর্যে তোমার জ্যোতিপ্রকাশ,
করুণা-সিন্ধু, তব আভাস
বারি-বিন্দুতে হিম-কণায়॥

ফোটা ফুলে হরি, তোমার তনুর
গোপী-চন্দন গন্ধ পাই,
হাওয়ায় তোমার স্নেহের পরশ,
অন্নে তোমার প্রসাদ খাই।

রাস-বিহারী, তোমার রূপ দোলে
দুঃখ-শোকের হিন্দোলে,
তুমি ঠাঁই দাও যবে ধরো কোলে,
মোর বন্ধু স্বজন কেঁদে ভাসায়॥

৬৫

ভৈরবী—কাওয়ালি

দাও দাও দরশন পদ্ম-পলাশ লোচন
কেঁদে দু নয়ন হলো অন্ধ।
আকাশ বাতাস-ঘেরা তব ও মন্দির-বেড়া
আর কতকাল রবে বন্ধ॥

পাখি যেমন সন্ধ্যাকালে বন্ধু স্বজন পালে পালে
উড়ে এসে বসেছিল ডালে হে,
রাত পোহালে একে একে উড়ে গেল দিগ্বিদিকে,
পড়ে আছি একা নিরানন্দ।

টুটিল বাঁধন মায়ার, কবে শুনিব এবার
ও রাঙা চরণ-নূপুর-ছন্দ ॥

দুঃখ-শোক-রৌদ্রজলে ফেলে মোরে পলে পলে
ছলিতেছ হরি কতই ছল হে,
জীবনের বোঝা প্রভু বহিতে কি হবে তবু,
সহিতে পারি না আর দ্বন্দ্ব।
মরণের সোনার ছোঁওয়ায় ডেকে লও ও-রাঙা পায়
দেখাও এবার মুখ-চন্দ ॥

৬৬

মাড় মিশ্র—কাওয়ালি

নাচিছে নট-নাথ, শঙ্কর মহাকাল।
লুটাইয়া পড়ে দিবা-রাত্রির বাঘছাল,
আলো-ছায়ার বাঘছাল ॥

ফেনাইয়া ওঠে নীল কণ্ঠের হলাহল,
ছিঁড়ে পড়ে দামিনী অগ্নি-নাগিনী দল,
দোলে ঈশান মেঘে ধূর্জটি জটাজাল ॥

বিষম ছন্দে বোলে ডমরু নৃত্য-বেগে,
ললাট-বহ্নি দোলে প্রলয়ানন্দে জেগে,
চরণ-আঘাত লেগে জাগে শ্মশানে কঙ্কাল ॥

সে নৃত্য-ভঙ্গে গঙ্গা তরঙ্গে
সংগীত দুলে ওঠে অপরূপ রঙ্গে,
নৃত্য-উছল জলে বাজে জলদ তাল ॥

নৃত্যের ঘোরে ধ্যান-নিমীলিত ত্রিনয়ন
প্রলয়ের মাঝে হেরে নব সৃজন-স্বপন,
জ্যোৎস্না-আশিস ঝরে উছলিয়া শশী-থাল ॥

৬৭

সুরট মিশ্র—দাসপয়রা

বাজিয়ে বাঁশি মনের বনে
এসো কিশোর বংশীধারী।
চূড়ায় বেঁধে ময়ূরপাখা
বামে লয়ে রাধা প্যারি॥

আমার আঁধার প্রাণের মাঝে
এসো অভিসারের সাজে,
নয়ন-জলের যমুনাতে
উজান বেয়ে ছুটুক বারি॥

এমনি চোখে তোমায় আমি
দেখতে যদি না পাই হরি,
দেখাও পদ্ম-পলাশ আঁখি
তোমার প্রেমে অন্ধ করি।

ঘুচাও এবার মায়ার বেড়ি,
পরাও তিলক কলঙ্কেরি,
'শ্যাম রাখি কি কুল রাখি' ভাবো
শ্যাম হে আর সইতে নারি॥

৬৮

বাউল

বিজন গোঠে কে রাখাল বাজায় বেণু।
আমি সুর শুনে তার বাউল হয়ে এনু গো॥

ঐ সুরে পড়ে মনে
কোন সুদূর বৃন্দাবনে
যেত নন্দ-দুলাল ব্রজের গোপাল বাজিয়ে বাঁশি বনে।
শুনে ছুটত পথে ব্রজের বালা, ভুলত তৃণ ধেনু গো॥

কবে নদীয়াতে গোরা
ও ভাই ডেকে যেত এমনি সুরে এমনি পাগল-করা,
কেঁদে ডাকত বৃথাই শচিমাতা, সাধত বসুন্ধরা,
প্রেমে গলে যত নরনারী যাচত পদ্ম-রেণু গো ॥

৬৯

খাম্বাজ কাফি—হোরি কাহারবা

আজি নন্দ-দুলালের সাথে
খেলে ব্রজনারী হোরি।
কুঙ্কুম আবির হাতে
দেখো খেলে শ্যামল খেলে গোরী ॥

থালে রাঙা ফাগ,
নয়নে রাঙা রাগ,
ঝরিছে রাঙা সোহাগ
রাঙা পিচকারি ভরি ॥

পলাশে শিমুলে ডালিম ফুলে
রঙনে অশোকে মরি মরি
ফাগ আবির ঝরে তরুলতা চরাচরে,
খেলে কিশোর কিশোরী ॥

চাঁদ রুপালি থালে জোছনা-আবির ঢালে
রঙে রাঙা চকোর চকোরী।
দোলন-চাঁপার শাখে দোয়েল শ্যামা ডাকে
আজি দোল-পূর্ণিমা স্মরি ॥

৭০

মালকৌষ—সেতারখানি

শোনো লো বাঁশিতে
ডাকে আমারে শ্যাম।

গুমরিয়া কাঁদে বাঁশি
লয়ে রাধা নাম॥
পিঞ্জরে পাখি যেন
লুটাইয়া কাঁদে মন,
আশে পাশে গুরুজন বাম॥

৭১

ভৈরবী—দাদরা

হেলে-দুলে বাঁকা কানাইয়া গোকুলে চলে॥

গোপ-নারী ভুলি স্বজন
যৌবন মন পায়ে তার লুটায়,
বংশী বাজায়ে সে
গোকুলে চলে॥

দলে দলে গোপ-রাখাল
ব্রজ-দুলাল নাচে তমাল-ছায়,
পুষ্প-মালঞ্চে বনান্তে আনন্দে
গোপাল চলে॥

৭২

কীর্তন

মণি-মঞ্জীর বাজে অরুণিত চরণে সখি
রুনুঝুনু রুনুঝুনু মণি-মঞ্জীর বাজে।
হেরো গুঞ্জা-মালা গলে বনমালী চলিছে কুঞ্জ মাঝে॥

চলে নওল কিশোর,
হেলে-দুলে চলে নওল কিশোর।
হেরি সে লাবণি কৌস্তুভমণি নিষ্প্রভ হলো লাজে
চরণ-নখরে শ্যামের আমার চাঁদের মালা বিরাজে॥

বঁধুর চলার পথে পরান পাতিয়া রবো
চলিতে দলিয়া যাবে শ্যাম,
আমি হইয়া পথের ধূলি বক্ষে লইব তুলি
চরণ-চিহ্ন অভিরাম॥

ভুলে যা তোরা রাধারে কৃষ্ণ-নিশির আঁধারে
হারায়ে সে গেছে চিরতরে,
কালো যমুনার জলে ডুবেছে সে অতল তলে
মিশে গেছে সে শ্যাম সাগরে॥

ঐ বাঁশি বাজিছে শোন্ রাধা বলে
মোর তরুণ তমাল চলে, অঙ্গ-ভঙ্গে শিখি-পাখা টলে।
তার হাসিতে বিজলি
কাজল-মেঘে যেন উঠিছে উছলি।
রূপ দেখে যা দেখে যা,
কোটি চাঁদের জোছনা-চন্দন মেখে যা,
মোর শ্যামলে দেখে যা॥

৭৩

কীর্তন

ফিরে যা সখি ফিরে যা ঘরে
থাকিতে দে লো এ পথে পড়ে
যে পথ ধরে গিয়াছে হরি চলি।
আমি যাব না আর গোকুলে,
লোক-নিন্দা মানব না সই
যাব না আর গোকুলে,
সখি শিশিরে আর ভয় কি করি ভেসেছি যবে অকূলে॥

সখি দিসনে লো দিসনে লো রাখ্ গোপী-চন্দন,
চন্দনে জুড়ায় না প্রাণের ক্রন্দন।
দ্বিগুণ বাড়ায় জ্বালা নব মালতী-মালা,
ও যে মালা নয়, মনে হয় সাপিনীর বন্ধন॥

সখি যাহার লাগিয়া বসন-ভূষণ, সেই গেল যদি চলে
কি হবে এ ছার ভূষণের ভার ফেলে দে যমুনা-জলে।
সকলের মায়া কাটায়েছি সখি, টুটিয়াছে সব বন্ধন,
যেতে দে আমায় যথা মথুরায় বিহরে নন্দ-নন্দন॥

দেখব তারে, আমি রাজার সাজে দেখব তারে,
রাজার সাজে কেমন মানায় গো-রাখা রাখাল-রাজে।

আমার হৃদয়ের রাজা রাজ্য পেয়েছে
দেখিতে যাইব আমি,
যদি চিনিতে না পারে আসিব লো ফিরে
দুয়ারে ক্ষণেক থামি,
মোর রাজ-দর্শন-পুণ্য হবে,
আমি তীর্থের ফল লভিয়া ফিরিব
দেখিয়া জীবন-স্বামী॥

৭৪

হেরি—কার্ফা

আনন্দ-দুলালী ব্রজ-বালার সনে
নন্দ-দুলাল খেলে হোলি।
রঙের মাতন লেগে যেন শ্যামল মেঘে
খেলিছে রাঙা বিজলি॥

রাঙা মুঠি-ভরা রাঙা আবির-রেণু
রাঙিল পীত-ধড়া শিখী-পাখা বেণু
রাঙিল শাড়ি কাঁচলি॥

লচকিয়া আসে মুচকিয়া হাসে
মারে আবির, পিচকারি,
চাঁদের হাট তোরা দেখে যা রে দেখে যা
রঙে মাতোয়ালা নর-নারী।
শিরায় শিরায় সুরার শিহরণ
রঙ্গে অঙ্গে পড়ে ঢলি॥

৭৫

মালগুঞ্জ—ত্রিতালী

গুঞ্জা-মালা গলে কুঞ্জে এসো হে কালা।
বনমালি এসো দুলাইয়া বন-মালা॥

তব পথে বকুল ঝরিছে উতল বায়ে
দলিয়া যাবে বলি অরুণ-রাঙা পায়ে,
রচেছি আসন তরুণ তমাল-ছায়,
পলাশে শিমুলে রাঙা প্রদীপ জ্বালা॥

ময়ূরে নাচাও এসে তোমার নূপুর-তালে,
বেঁধেছি ঝুলনিয়া ফুলেল কদম-ডালে,
তোমা বিনে শ্যাম বিফল এ ফুল-দোল,
বাঁশি বাজিবে কবে উতলা ব্রজবালা॥

৭৬

কীর্তন

মোর মাধব-শূন্য মাধবী-কুঞ্জে (সখি গো)
আমি যাব না যাব না, দেখিতে পাব না
সে শ্যাম নীরদ-পুঞ্জে।
মোরে থাকিতে দে গো এমনি পড়ে,
মোরে মাখিতে দে সেই পথের ধূলি
চলে গেছে হরি যে পথ ধরে।
সখি খুলে নীল শাড়ি দে লো তাড়াতাড়ি
গেরুয়া বসন পরায়ে,
ব্রজে নীলমণি নাই, কি হবে বৃথাই
গায়ে নীল শাড়ি জড়ায়ে।
তোরা খুলে নে লো মোর আভরণ,
কপাল যাহার পুড়েছে লো সই
ভস্ম সে তার ললাট-ভূষণ॥

জনম যাহার যাইবে কাঁদিয়া
কাঁদিতে দে তারে একাকী,
বৃথা প্রবোধ তারে দিসনে তোরা,
জানি নয়নের জল হয়তো শুকাবে
শুকাবে ব্যথার রেখা কি?
ভুলে যা লো তোরা ভুলে যা আমায়,
যদি কৃষ্ণেরে তোরা ভুলিতে পারিস
ভুলিতে পারিবি রাধায়॥

৭৭

কীর্তন

ব্রজের দুলাল ব্রজে আবার আসবে ফিরে কবে?
জাগবে কি আর ব্রজবাসী ব্যাকুল বেণুর রবে?
বাজবে নূপুর তমাল-ছায়ায়
বইবে উজান হ্রদ-যমুনায়,
অভাগিনী রাধার কি আর তেমনি সুদিন হবে?
গোঠে নাহি যায় রাখালেরা আর
লুটায়ে কাঁদে পথের ধূলায়,
ধেনু ছুটে যায় মথুরা পানে
না হেরি গোঠে রাখাল-রাজায়।
উড়িয়া গিয়াছে শুক-সারি পাখি
শুনি না কৃষ্ণ-কথা (আর),
শ্যাম-সহকারে তরুরে নাহি হেরি
শুকাল মাধবী-লতা।
শ্যাম বিনে নাই সে শ্যাম-কান্তি,
শুকায়েছে সব।
কদম তমাল তরু-পল্লব হাসি উৎসব শুকায়েছে সব।
সখি গো—
চির-বসন্ত ছিল যথা আজ সেথা শূন্যতা
হাহাকার রবে কাঁদে শ্যাম (হে)
ললিতা বিশাখা নাই নাই চন্দ্রাবলী
নাই ব্রজে শ্রীদাম সুদাম (সখা হে)॥

৭৮
কীর্তন

সখি যায়নি তো শ্যাম মথুরায়
আর আমি কাঁদব না সই।
সে-যে রয়েছে তেমনি ঘিরে আমায়॥

মোর অন্তরতম আছে অন্তরে
অন্তরালে সে যাবে কোথায়?
আছে ধেয়ানে স্বপনে জাগরণে মোর
নয়নের জলে আঁখি-তারায়॥

কে বলে সখি অন্ধকার এ বৃন্দাবনে কৃষ্ণ নাই,
তমাল কদম শ্যাম পল্লবে হৃদি-বল্লভে দেখিতে পাই।
গোকুলে যে আজ কৃষ্ণপক্ষ
কে বলে সখি কৃষ্ণ নাই।
অন্য পক্ষে কি কাজ সখি
গোকুলে যে আজ কৃষ্ণপক্ষ,
দেখো কৃষ্ণেরই নাম লয় সবাই
সখি গো—
আমি অন্তরে পেয়েছি লো, বাহিরে হারিয়ে তায়,
যাক না সে মথুরায় যেথা তার প্রাণ চায়॥

শ্যামে হেরিয়াছি যমুনার কালো জলে সাগরে,
আষাঢ়ের ঘন মেঘে হেরিয়াছি নাগরে।
হেরিয়াছি তারে শ্যাম শস্যে হেমন্তে
পীত-ধড়া হেরি তার কুসমি বসন্তে।
এঁকেছিলাম শ্যামের ছবি সেদিন সখি খেলার ছলে,
আঁকিনি লো চরণ তাহার পালায়ে সে যাবে বলে।
আনিয়া দে আজ সে চিত্রপট
আঁকিব লো আজি চরণ তার,
সে যায়নি মথুরা কাঁদিস নে তোরা
আছে আছে শ্যাম হৃদে আমার॥

৭৯

ভজন

নমো নটনাথ ! এ নাট-দেউলে
করো হে করো তব শুভ চরণ-পাত।
তোমার সংগীতে নৃত্য-ভঙ্গিতে
হউক হেথা নব জীবনসঞ্জাত॥

তব প্রসাদে দেব-দেব হে আদি কবি,
বাক-মুখর হলো মূক এ ছায়া-ছবি,
আজি এ ছবি-পটে
তব মহিমা রটে,
আলো-ছায়ায় দুলে স্বপন-রাঙা রাত॥

তব আশিসে, হে মহেন্দ্র, দিক আনি
অভিনব আশা প্রাণ এ রূপ-বাণী।
হৃদয়ে সকলের
দাও হে ঠাঁই এর,
আনুক এ রূপ-লোকে নবীন প্রভাত॥

৮০

বাউল—লোফা

ভবের এই পাশা খেলায়
খেলতে এলি, হায় আনাড়ি !
হাতে তোর দান পড়ে না
হাত খোল না তাড়াতাড়ি॥

তুই আর তোর সাথী ভাই
কাঁচা খেলোয়াড় দুজনাই,
মায়া রিপুর সাথে তাই
নিত্য হেরে ফিরিস বাড়ি॥

তোরি সে চালের দোষে
যায় কেঁচে তোর পাকা ঘুঁটি,
ফিরিতে হয় অমনি
যেমনি যাস ঘরে উঠি !
ও হাতে হর্দম চক ছয়-তিন-নয় পড়তে আড়ি॥

সংসার-ছক পেতে হায়,
বসে রোস মোহের নেশায়,
হেরে যে সব খোয়ালি
যাসনে তবু খেলা ছাড়ি॥

প্রাণ মন দুই ঘুঁটিতে যুগ বেঁধে তুই যা এগিয়ে,
দেহ তোর একলা ঘুঁটি রাখ্, আড়িতে মার বাঁচিয়ে।
আড়িতে মার খেলে তুই স্বর্গে যাবি জিতবি হারি॥

৮১

হোরী

কাফি—সাদ্রা

ভুবনে ভুবনে আজি ছড়িয়ে গেছে রঙ।
রাঙিল, মাতিল ধরা অভিনব ঢং॥

রাঙা বসন্ত হাসে নন্দন-আনন্দে,
চিত্ত-শিখী নাচে মদালস-ছন্দে,
নাচিছে পরানে আজি তরুণ দুরন্ত
বাজায়ে মৃদং॥

কামোদে নটে আমোদে ওঠে গান
মাতিয়া ওঠে প্রাণ।

উতল যমুনা-জল-তরঙ্গ,
অঙ্গে অপাঙ্গে আজি খেলিছে অনঙ্গ,
পরানে বাজে সারং সুর
কাফির সঙ্॥

৮২

ভৈরবী—একতালা

অসুর-বাড়ির ফেরৎ এ মা,
শ্বশুর-বাড়ির ফেরৎ নয়।
দশভুজার করিস পূজা
ভুলরূপে সব জগৎময়॥

নয় গৌরী নয় এ উমা
মেনকা যার খেতো চুমা,
রুদ্রাণী এ, এ যে ভূমা,
একসাথে এ ভয় অভয়॥

অসুর দানব করল শাসন
এইরূপে মা বারে বারে,
রাবণ-বধের বর দিল মা
এইরূপে রাম-অবতারে।

দেব-সেনানী পুত্রে লয়ে
যায় এই মা দিগ্বিজয়ে,
সেইরূপে মায়ের কররে পূজা
ভারতে ফের আসবে জয়॥

৮৩

কীর্তন

আজি প্রথম মাধবী ফুটিল কুঞ্জে
মাধব এল না সই।
এই যৌবন-বনমালা কারে দিব
মোর বনমালি বই॥

সারা নিশি জেগে বৃথাই নিরালা
গাঁথিলাম নব মালতীর মালা,

অনাদরে হায় সে মালা শুকায়
দেখিয়া কেমনে রই॥

মম অনুরাগ-চন্দন ঘসে
লাজ ভুলে সাঁঝ হতে আছি বসে,
শুকাইয়া যায় চন্দন হায়
রাধিকা-রমণ কই॥

চলিলাম আমি যথা প্রাণ চায়,
প্রভাতে আসিলে মোর শ্যামরায়
বলিস আঁধারে হারাইয়া হায়
গেছে রাধা রসময়ী॥

৮৪

যোগিয়া—একতালা

জাগো যোগমায়া জাগো মৃন্ময়ী
চিন্ময়ীরূপে জাগো।
তব কনিষ্ঠা কন্যা ধরণী
কাঁদে আর ডাকে মা গো॥

বরষ বরষ বৃথা কেঁদে যাই,
বৃথাই মা তোর আগমনী গাই,
সেই কবে মা আসিলি ত্রেতায়
আর আসিলি না গো॥

কোটি নয়নের নীল পদ্ম মা
ছিঁড়িয়া দিলাম চরণে তোর,
জাগিলি না তুই, এলিনে ধরায়,
মা কবে হয় হেন কঠোর।
দশ ভুজে দশ প্রহরণ ধরি
আয় মা দশ দিক আলো করি,
দশ হাতে আন কল্যাণ ভরি,
নিশীথ-শেষে উষা গো॥

৮৫

রসিয়া—হোরি

হোরির রঙ লাগে আজি গোপিনীর তনু-মনে
অনুরাগে-রাঙা গোরীর বিধু-বদনে॥

ফাগের লালী আনিল কে
কাজল-কালো চোখে,
কামনা-আবির ঝরে রাঙা নয়নে॥

অশোক রঙন ফুলের আভা
জাগে ডালিম-ফুলি গালে,
নাচিছে হৃদয় আজি
রসিয়ার নাচের তালে।

তাম্বুল-রাঙা ঠোঁটে
ফাগুনের ভাষা ফোটে,
প্রাণের খুশির রঙ লেগেছে
রাঙা বসনে॥

৮৬

ভজন

বহু পথে বৃথা ফিরিয়াছি প্রভু
আর হইব না পথহারা
বন্ধু স্বজন সব ছেয়ে যায়
তুমি একা জাগো ধ্রুবতারা॥

মায়ারূপী হায় কত স্নেহ-নদী,
জড়াইয়া মোরে ছিল নিরবধি,
সব ছেড়ে গেল হারাইল যদি
তুমি এসো প্রাণে প্রেমধারা॥

ভ্রান্ত পথের শ্রান্ত পথিক
লুটায় তোমার মন্দিরে,
আরো যাহা কিছু আছে মোর প্রিয়
লয়ে বাঁচাও এ বন্দীরে।

জগতের এই প্রেম বিষ-মিশা,
মিটে না তাহাতে অগস্ত্য-তৃষা ;
হে প্রেম-সিন্ধু, মিটাও পিপাসা
চাহি না বন্ধু সুত দারা॥

কি হবে লয়ে এ মায়ার খেলনা
কি হবে লয়ে এ তাসের ঘর,
ছুঁতে ভেঙে যায় তবু শিশুপ্রায়
ভুলাও মোদেরে নিরন্তর।
ডাকি লও মোরে মুক্ত আলোকে
তব আনন্দ-নন্দন-লোকে,
শান্ত হোক এ ক্রন্দন, আর
সহে না এ বন্ধন-কারা॥

৮৭

টোড়ি—কাওয়ালি

জাগো জাগো ! জাগো নব আলোকে
জ্ঞান-দীপ্ত চোখে,
ডাকে উষসী আলো।
জাগে আঁধার-সীমায় রবি রাঙা মহিমায়,
গাহে প্রভাত-পাখি হেরো নিশি পোহালো॥

জাগো উর্ধ্বে ধরার শিশু স্বপ্ন-আতুর,
নব বিস্ময়-লোকে জাগো সৃজন-বিধুর !
রাঙা গোধূলি-বেলা রচো ধূলির ধোঁয়ায়,
আনো কল্প-মায়া, নাশো গহন কালো॥

৮৮

দ্বৈত গান

পুরুষ ॥ পরান হরিয়া ছিলে পাশরিয়া
কেমনে লো প্রিয়া আনন্দে !
স্ত্রী ॥ ছিনু কী যেন স্বপনে মগ্না
পু ॥ আজি হবে কি এ কণ্ঠ-লগ্না ?
স্ত্রী ॥ না, না।
পু ॥ হায় ফুল ফুটবে না কি এ বসন্তে !
মালঞ্চে পাপিয়া উঠিছে ডাকিয়া,
বিরহী এ হিয়া উঠিছে কাঁপিয়া,
হৃদয় চাপিয়া রেখো না আর,
খোলো গো মনের দ্বার !
স্ত্রী ॥ মুখে আসে না বুকের ভাষা,
কেমনে জানাই ভালোবাসা ?
পু ॥ প্রেমের দরিয়া ওঠে উছলিয়া,
স্ত্রী ॥ কে করে সে প্রেমের আশা।
পু ॥ চাও
স্ত্রী ॥ যাও॥

৮৯

দ্বৈত গান

পুরুষ ॥ নবীন বসন্তের রানি তুমি
গোলাব-ফুলি ঢং।
স্ত্রী ॥ তব অনুরাগের রঙে
আমি উঠিয়াছি রেঙে
প্রিয় এই অপরূপ ঢং॥

পু ॥ পলাশ কৃষ্ণচূড়ার কলি
রাঙা ও পায়ে এলে কি দলি ?
স্ত্রী ॥ বেয়ে প্রেমের পথের গলি
এলাম কঠোর হৃদয় দলি
মম পায়ে তাহারি রঙ॥

পু ॥ হায় হৃদয়-হীনা হৃদয়-সাথী হয় না সে জানি,
অবুঝ হৃদয় তবু চাহে তায়, জানে সে পাষাণী।
স্ত্রী ॥ ধরিয়া পায়ে প্রেম জানায়ে
যাও পলায়ে শেষে কাঁদায়ে।

পু ॥ বায়ু কেঁদে যায় ফুল ঝরায়ে।
স্ত্রী ॥ না না যাও মন চেয়ো না
গন্ধ লহ ফুল চেয়ো না,
আছে, কাঁটা ফুলের সঙ্গ॥

৯০
দ্বৈত গান

পুরুষ ॥ আজি মিলন-বাসর প্রিয়া
হেরো মধুমাধবী নিশা।
স্ত্রী ॥ কত জন্ম-অভিসার শেষে
আজি পেয়েছি তব দিশা॥

পু ॥ সহকার-তরু হেরো দোলে
মালতীলতারে লয়ে বুকে,
স্ত্রী ॥ মাধবী-কঙ্কণ পরি
দেওদার তরু দোলে সুখে।
উভয়ে ॥ প্রাণ কানায় কানায় আজি পুরে
হিয়া আবেশ-পুলক-মিশা॥

পু ॥ শারাব-রঙের শাড়ি পরেছে চাঁদিনী রাতি,
স্ত্রী ॥ তারার রূপে গলে পড়ে গগনে চাঁদের বাতি,
পু ॥ হলো জোছনা-শিরাজি রঙিন
স্ত্রী ॥ নীল আকাশের শিশা॥

পু ॥ হেরো জোয়ার-উতলা সিন্ধু পূর্ণিমা চাঁদেরে পেয়ে,
স্ত্রী ॥ কোন দূর অতীত স্মৃতি মম প্রাণে মনে ওঠে ছেয়ে।
উভয়ে ॥ মিলন-ঘন-মেঘলোকে আজি মিটিবে মরু-তৃষা॥

৯১

পিলু-সাহানা—কাহা

ওরে হুলোরে তুই রাত বিরেতে ঢুকিস্‌নে হেঁসেল।
কবে বেঘোরে প্রাণ হারাবি বুঝিসনে রাস্কেল॥

স্বীকার করি শিকারী তুই গোঁফ দেখেই চিনি,
গাছে কাঁঠাল ঝুলতে দেখে দিস গোঁফে তুই তেল॥

ওরে ছোঁচা ওরে শুঁছা বাড়ি বাড়ি তুই হাঁড়ি খাস,
নাদনার বাড়ি খেয়ে কোনদিন ধনে প্রাণে বা মারা যাস,
কেঁদে মিয়াঁও মিয়াঁও বলে বিবি বেরালী করবে রে হার্টফেল॥

তানপুরারই সুরে যখন তখন গলা সাধিস,
শুনে ভুলো তোরে তেড়ে আসে, তুই ন্যাজ তুলে ছুটিস,
তোরে বস্তায় পুরে কবে কে চালান দিবে ধাপা-মেল॥

বৌঝি যখন মাছ কোটে রে, তুমি খোঁজ দাও,
বিড়াল-তপস্বী, আড়নয়নে থালার পানে চাও,
তুই উত্তম মধ্যম খাস এত তবু হলো না আক্কেল॥

৯২

সুর—ভোজপুরি হোরি—তাল খচমচি

নিয়ে কাদা মাটির তাল
খোলে হোরি ভূতের পাল।
নর্দমা হতে ছিটায় কর্দম হর্দম 'কাহার' চাঁড়াল॥

দুই পাশের পথিকের গায়
কাদা ছিটিয়ে মোটর যায়,
নল দিয়ে ঐ জল ছিটায়
ফুটপাথে উড়িয়া দুলাল॥

খচমচ খচমচ বাজায় তাল
ভোজপুরী মাড়োয়ারি ভাই,
ঝি ফেলে দেয় ছাদ থেকে
গোবর-গোলা আঁবার ছাই,

দেয় ঢেলে পিচদানির পিচ
কাপড় চোপড় লালে লাল॥

ভুঁড়িতে ফুঁড়িছে ডাক্তার পিচকারি ঐ—
হোলি হেয়!
টক্‌কর খেয়ে উলটে পড়ে ময়লা গাড়ি—
হোলি হেয়!
ষাঁড়ের গুঁতোয় খানায় পড়ে
খেলে হোরি পাঁড় মাতাল॥

৯৩

হোরি—দাদরা

আজকে হোরি ও নাগরী
ওগো গিন্নি ও ললিতে।
শিগগির রাঙা জল ভরে দাও,
ফরসি হুঁকোর পিচকিরিতে॥

গাজর বিট আর লাল বেগুনে
রাঁধবে শালগম সৈন্ধব নুনে,
রাঙা দেখে লঙ্কা দিও
লাল নটে আর ফুল-কারিতে॥

গাইব গান আজ পূর্ণিমাতে
মালোয়ারি জ্বর আসলে রাতে,
তুমি দোহার ধরবে সাথে
গিঁঠে বাতের গিটকিরিতে॥

আমি লাল গামছা পরে যাব
লাল-বাজারে পায়চারিতে,
তুমি যাবে চিড়িয়াখানায়
মুখেতে গণ্ডার মারিতে,
না হয় তুমি যাও বাপের বাড়ি
আমি যাই শ্বশুর-বাড়িতে॥

৯৪

পল্লি-নৃত্যের গান

আজ লাচনের লেগেছে যে গাঁদি গো
আজ লাচনের লেগেছে গাঁদি।
আমার কোমর কাঁকাল ভেঙে গেছে
লেচে লেচে ও দাদি।
আজ লাচনের লেগেছে গাঁদি॥

মাদলের বোল : হুরর হুররে দাদা, দাদারে দাদা!
তিন দাদা পুত্ নাতিন্ নাচে
দাদারে দাদা!
নাতিন নাচে পুতিন নাচে
সতিন নাচে শ্যাওড়া গাছে দাদারে দাদা!
তিন দাদা পুত্ নাতিন্ নাচে॥

বড়কি নাচে ছুটকি নাচে
মুটকি নাচে ধ্যাতিং তিং,
শুঁটকি নাচে ধুপি নাচে
নাচে সাথে আহ্লাদি।
আজ নাচনের লেগেছে গাঁদি॥

মাদলের বোল : ও গিজে, মুড়কি ভিজে!
ও গিজে রেল ঠুকে দে!
শিরিশের বাগান-ধারে
হাত বাড়ালে পয়সা পড়ে!
ওরে আমার ফকির চাঁদ
গাই দুয়োরো বাছুর বাঁধ॥

বুড়ি নাচে ভুঁড়ি নাচে নাচে ছোঁড়া ছুঁড়ি গো,
গোদা পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নাচিছে খাঁদা খাঁদি।
আজ লাচনের লেগেছে গাঁদি॥

মাদলের বোল : ও গিজে থাসনে ভিজে,
ও গিজে ঠানদিদি খেপে

সাবাস বেটি বকন-ছা
কলামোচায় ফড়িং খা।
ও গিজে তাল ভটাভট!
ও গিজাং ঘিচতা ঘিচাং ঘিচতা ঘিচাং!
ও গিজে যাচ্ছলে যা বরিশাল্যা
পাবনা ঢাকা খুলন্যে জেলা।

তেহাই : পিয়াজ পিয়াজ রসুন থাক
যার পাঁঠা তার বাপের গোয়াল যাক্
থাক কাঁকুড় থাক্
তোর ছেলে তোর দাদার ছেলে!

হুল্লোড় ধ্বনি : দে গরুর গা ধুইয়ে!

৯৫

চা-স্তোত্র

চায়ের পিয়াসী পিপাসিত চিত আমরা চাতক দল।
দেবতারা কন সোমরস যারে সে এই গরম জল॥

চায়ের প্রসাদে চার্বাক ঋষি বাক-রণে হলে পাস,
চা নাহি পেয়ে চার-পেয়ে জীবন চর্বণ করে ঘাস।
লাখ কাপ চা খাইয়া চালাক
হয়, সে প্রমাণ চাও কত লাখ?
মাতালের দাদা আমরা চাতাল, বাচাল বলিস বল॥

চায়ের নামে যে সাড়া নাহি দেয় চাষাড়ে তাহারে কও,
চায়ে যে 'কু' বলে চাকু দিয়ে তার নাসিকা কাটিয়া লও।
যত পায় তত চায় বলে তাই
চা নাম হলো এ সুধার ভাই।
চায়ের আদর করিতে, হইল দেশে চাদরের চল॥

চা চেয়ে চেয়ে কাকা নাম ভুলে পশ্চিমে চাচা কয়,
এমন চায়ে যে মারিতে চাহে সে চামার সুনিশ্চয়।
চা করে করে ভৃত্য নফর
নাম হারাইয়া হইল চাকর,
চা নাহি খেয়ে বেচারা নাচার হয়েছে চাষা সকল॥

চায়ে এল যার চাল-কুমড়ো সে, চাঁদা করে যার চাঁটি,
চা না খাইয়া চানা যার আজ দেখহ অশ্ব-জাতি।
একদা মায়ের মুণ্ডেতে শিব
চা ঢেলে দেন ; বের করে জিভ
চা-মুণ্ডা রূপ ধরিলেন দেবী সেইদিন রে পাগল॥

চায়ে পা ঠেকিয়ে সেদিন গদাই পড়িল মোটর চাপা,
চাঁট ও চাটনি চায়েরই নাতনি, লুকাতে পারো কি বাপা?
চায়ে মরো বলে গালি দিয়ে মাসি
চামর ঢুলায় হয়ে আজ দাসী,
চাটিম্ চাটিম্ বুলি এই দাদা চায়ের নেশারই ফল॥

৯৬

শালানুসন্ধিৎসু

গিন্নির ভাই পালিয়ে গেছে, গিন্নি চটে কাঁই।
আমার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে কাঁদিছেন সদাই॥

কোথায় শালা শালা কোথায়, কেবল ভদ্রলোক,
ডাকতে গিয়ে জিভ কেটে ভাই ফিরিয়ে নি চোখ!
ভ্যালা ফ্যাসাদ হলো দাদা, শালায় কোথায় পাই॥

খুঁজতে খুঁজতে দেখতে পেলুম সম্মুখে আট-শালা,
আটশালাতে মোর শালা নাই, বসেছে গাঁয়-শালা,
গো-শালাতে গরু বাঁধা, আমার শালা নাই॥

খুঁজতে গেলুম শহর, দেখি শালার ছড়াছড়ি,
পান-শালাতে পান করে যায় মাতাল গড়াগড়ি,
ধর্মশালা অতিথ-শালা শালার অন্ত নাই॥

হাতি-শালা ঘোড়া-শালা রাজার ডাইনে বাঁয়ে,
হঠাৎ দেখি যাচ্ছে বাবু দো-শালা গায়ে,
দো-শালা তো চাইনে বাবা, এক শালাকে চাই॥

দশ-শালা ব্যবস্থা ঝুলে গরিব চাষার ভাগ্যে,
দিয়াশালাই পেয়ে ভাবি, শালাই পেলাম, যাকগে।
চাইনু শালা, মুদি দিল গরম মশালাই॥

ঢেঁকি-শালায় ঢেঁকি শুয়ে প্যাক-শালাতে ছাই,
হায় শালায় কোথায় পাই॥

৯৭

পেগ্যান—সংগীত

গান গাহে মিসি বাবা শুনিয়া শুধায় হাবা
খুকি কাঁদে কেন বাবা, ফোঁড়া কি কাটিছে ওর?
হাসিয়া কহেন পিসি ও-দেশেতে শীত বেশি
তাই কাঁদে বাবা মিসি হিহি হিহি হিহি হো—
কিবে গিলে-করা গলা ঢেউ-তোলা আট-পলা,
খায় রোজ এক তোলা স্ক্রু-ভেজানো জল।
সাথে গায় হেঁড়ে-গলা ধলীর সহিত বলা,
কাঁপে বাড়ি তিন-তলা থরহরি টলমল॥

৯৮

বাঙালিবাবু

নখ-দন্ত-বিহীন চাকুরি-অধীন আমরা বাঙালি বাবু।
পায়ে গোদ, গায়ে ম্যালেরিয়া, বুকে কালি লয়ে সদা কাবু॥

ঢিলে-ঢালা কাছা কোঁচা সামলায়ে
ভুঁড়ি বয়ে ছুটি নিটপিটে পায়ে
আপিসে কষিয়া কলম পিষিয়া
ঘরে এসে খাই সাবু॥

রবিবার ছুটি আছে বলে ভাই
বাবা বলে চিনে ছেলেপিলে আই

নাকে শাঁখ বেঁধে সেদিন ঘুমাই,
নয় ঘরে বসে খেলি গাবু॥

হাঁচি টিকটিকি সিন্নি মানিয়া
পরান-পাখিরে রেখেছি ধরিয়া
দেখে ব্যাঙের ছাতারে উঠি চমকিয়া
ভয় হয় বুঝি তাঁবু॥

এগজামিনের লাঠি ধরে ধরে
দাঁড়াই আসিয়া আফিসের দোরে,
মাইনে যা পাই তাই দিয়ে খাই
কদলী আর অলাবু॥

গোলামের কুড়ি ফোটার এ বোঝা
নামায়ে কোমর হতে দাও সোজা
বাতে আর হাড়-হাবাতে ধরেছে—
বাপপুরে কনে যাবু॥

৯৯

রাম—খুটি

নমো নম রাম-খুটি।
তুমি গাদিয়া বসেছ আমাদের বুকে, সাধ্য নাই যে উঠি॥

তুমি নির্বিকার হে পরম পুরুষ
আপনাতে আছ আপনি বেহুঁশ,
তব বাঁধন ছিঁড়িতে বৃথা টানাটানি
বৃথা মাথা কুটোকুটি॥

আইন কানুন আচার বিচার
বিধি ও নিষেধ স্ত্রী পরিবার
শত রূপে তুমি জগৎ মাঝার
চাপিয়া আছ যে টুটি॥

কত রূপে তব লীলার প্রকাশ
কভু হও খুঁটো কভু হও বাঁশ,
কভু হাঁড়ি-কাঠ কভু ঘানি-গাছ
ঘোরাও ধরিয়া ঝুঁটি ॥

কখনো পাঁচনি-রূপে পিঠে পড়ো,
কখনো জোয়াল-রূপে কাঁধে চড়ো,
কখনো কঞ্চি বাঁশ চেয়ে দড়
কভু গুঁতো কভু লাঠি।
ঠুঁটো ত্রিভঙ্গ হে প্রভু তোমার
ভয়ে মোরা গুটিসুটি ॥

১০০
গোঁড়া ও পাতি

আবু আর হাবু দুই ভায়ে ভায়ে সদাই ভীষণ দ্বন্দ্ব।
বোঝালে বোঝে না, এক ভাই কানা আর এক ভাই অন্ধ ॥

হাবু বলে, 'আবু, বিশ্রী দেখায় শিগ্‌গির চাঁছো দাড়ি !'
আবু বলে, 'দাদা, পেঁয়াজের ঝাড় ঐ টিকি কাটো তাড়াতাড়ি।'
টিকি ও দাড়িতে চুলোচুলি বাধে, ট্রাম বাস হয় বন্ধ ॥

হাবু বলে, 'আবু, তোর কি তাহাতে, বাঁচুক মরুক তুর্কি ?
বেঁচে থাক তুই আর বেঁচে থাক তোর দর্মার মুরগি !'
আবু বলে, 'দাদা, মুরগি বাঁচাতে ছুটি যে সমরুন্দ।'

হাবু বলে, 'আবু, কাছা দে শিগ্‌গির।' আবু বলে, 'ছাড়ো গামছা !'
হাবু আনে ছুটে খুন্তি, আবু উঁচাইয়া ধরে চামচা।
হাবু সে দেখায় যুযুৎসু প্যাঁচ, আবু মোহরমি ছন্দ ॥

হাবু বলে, 'আবু, পাঁঠার আমার মেরেছিস তুই জাত,
খোদার খাসি যে করেছিস তারে, দেবো অভিসম্পাত।'
আবু বলে 'দাদা, মারিনি তো জাত, মেরেচি বোঁটকা গন্ধ।'

আবু আসে তেড়ে লুঙ্গি তুলে, হাবু বাগাইয়া ধরে কোঁচা,
আবু বের করে ছোরাছুরি, হাবু দেখায় বাঁশের খোঁচা।
হাবু বলে 'দেবো ভুঁড়ি চাপা', আবু দেখায় অর্ধচন্দ্র॥

টিকি আর দাড়ি ছেড়ে আড়াআড়ি সহসা হইল দোস্ত,
আবু খায় কিনে গোস্ত কাবাব, হাবু খায় বড়ি পোস্ত,
আবু যায় চলে কাঁকিনাড়া, হাবু চলে যায় গোয়ালন্দ॥

১০১

জাতের জাঁতিকল

একে একে সব মেরেছিস, জাতটা শুধু ছিল বাকি।
টিকি ধরে টানিস তোরা, তারেও এবার মারবি নাকি॥

ভাতের হাঁড়ি হুঁকোর জলে কোনোরূপে শাস্ত্র-বুড়ো
জাত বাঁচিয়ে লুকিয়ে আছে, তারেও বাবা দিস্‌নে হুড়ো।
এক কোণে সে পড়ে আছে ছোঁওয়া-ছুঁয়ির কাঁথা ঢাকি॥

জবু-থবু জাতকে নিয়ে এ তো দেখি বিষম ল্যাঠা,
পথ চল্‌তে গেলেই দেখি শুভ্র অজাত বেজাত ঠ্যাটা,
মেথর চাঁড়াল ডোম হাড়ি সব মাল নিয়ে যায় কাঁচি পাকি॥

গরুর গাড়ি চড়তে গিয়ে দেখি শূদ্র চালায় গাড়ি,
হুঁকোতে টান দিতে গিয়ে জল ফেলে দিই তাড়াতাড়ি।
রেলগাড়িতে বামুন শূদ্রে মাছে শাকে মাখামাখি॥

মেথ্‌রানিটা বললে, 'বাবু, জাত জান কি তোমার মায়ের?
পাঁচ ছেলের সে ময়লা ফেলে, আমি ফেলি লক্ষ ছেলের!
স্নান করে সে ঠাকুর পূজে, আমার বেলায় জাতের ফাঁকি॥'

ছোঁওয়া-ছুঁয়ি বাঁচিয়ে বাঁচি ভূ-ভারতে কেমন করে,
অব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছ চাঁড়াল আষ্টেপিষ্টে আছে ভরে,
এমন করে কদিন চালাই জাতের ছেঁড়া কাপড় টাঁকি॥